জনকণ্ঠ

তারিখ 21 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

নিউইয়র্ক সিটির স্কুলে ড. ইউনূসের জীবনী পড়ানো হচ্ছে

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলসমূহের চতুর্থ, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জীবনী এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। নোবেল পুরস্কার গ্রহণের জন্য ড. ইউনূস যখন অসলোতে ঠিক ঐ সপ্তাহেই নিউইয়র্ক সিটির অন্তত ২ লাখ শিশু-কিশোর দারিদ্র্য বিমোচনের জনক, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, প্রবাসী বাঙালীদের অহঙ্কার ড. ইউনূস সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এটি ছিল হোমওয়ার্কের অংশ। উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য কাউকে নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘটনাটি সত্যি বিরল। সচরাচর এমনটি হয় না। কিন্তু ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক অর্ডিনারি কোন ব্যাংক নয়। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংক গ্রামের নিতান্তই গরিব মানুষদের মধ্যে ঋণ প্রদান করছে। আর এই ঋণের সিংহভাগ পাচ্ছেন মহিলারা। নোবেল প্রাইজ কমিটি ড. ইউনূসকে মনোনীত করেছে, কারণ বিরাট একটি অংশকে একেবারেই গরিব রেখে কখনই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ড. ইউনূস সেই গরিব জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে নিরলসভাবে কাজ করছেন। খবর নিউইয়র্ক থেকে এনার।

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হাজার হাজার ছোট্টমণিকে এ বিষয়টি গৌরবান্বিত করেছে। অনেকে সহপাঠীদের কাছে বলতে দ্বিধাবোধ করেনি যে, ড. ইউনূস হচ্ছেন আমারই মা-বাবার দেশের মানুষ। বাংলাদেশ গরিব হলেও সারাবিশ্বে দারিদ্র্য মুক্তির জন্য অসাধারণ একটি পন্থা উদ্ভাবন করেছেন সেই গরিব দেশেরই ড. মুহাম্মদ